ভোরের কাগজ

ভোরের কাগজ

JAN 18 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ......

সম্পাদকীয়

ঢাকা শুক্রবার ৫ মাঘ ১৪০৮
১৮ জানুয়ারি ২০০২

বাকৃবির নাম নিয়ে তুলকালাম

ময়মনসিংহে অবস্থিত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে যে নজিরবিহীন সহিংস ঘটনা ঘটে গেলো তা একান্তই অনভিপ্রেত ও দুঃখজনক। স্বাধীনতার পর থেকেই এই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়টি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নামে সর্বজনপরিচিত। ৩০ বছর পর হঠাৎ কেন এবং কি উদ্দেশ্যে এই নামটি পরিবর্তনের প্রয়োজন হলো তা আমরা বুঝতে অক্ষম। তারপর যখন এই নিয়ে অসন্তোষ এবং উত্তেজনা দেখা গেলো তখন আবার সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে নাম পরিবর্তনের কোনো 'সিদ্ধান্ত' নেওয়া হয়নি। এই বিভ্রান্তিই বা কেন?

বাস্তবতা হলো এই, সোমবার সারা দেশের পত্রপত্রিকায় সরকারি তথ্য বিবরণীর বরাত দিয়ে এ খবরটি ছাপা হয়েছিল যে সরকারের মন্ত্রিসভায় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম 'ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়' করার প্রস্তাব 'নীতিগতভাবে অনুমোদিত' হয়েছে।

এর পর ব্যাপক ছাত্র অসন্তোষ ও সহিংস প্রতিবাদ-বিক্ষোভের পর সরকারি বার্তাসংস্থা আরেকটি খবরে বলেছে যে, এই নাম পরিবর্তনের ব্যাপারে কোনো 'সিদ্ধান্ত গৃহীত' হয়নি এবং এ ব্যাপারে কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ নেই।

কার্যত দেখা যাচ্ছে যে, সরকারি দুই বিবরণীতে 'নীতিগতভাবে নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব অনুমোদন' আর 'সিদ্ধান্ত গ্রহণের' কথা বলাতেই আসলে বিভ্রান্তিটি সৃষ্টি হয়েছে। এ দুটি শব্দবন্ধের মধ্যে পার্থক্য কি তা সরকারি বার্তা প্রচারকারী সংস্থাগুলোকেই নিরসন করতে হবে।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বদলানোর কোনো দরকার আছে মনে হয় না। এটি এমনকি কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা রাজনৈতিক নেতার নামেও করা হয়নি যে তার ব্যাপারে নতুন সরকারের কোনো আপত্তি থাকবে। বরং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং ময়মনসিংহের জনগণ ভেবে নিয়েছেন যে 'বাংলাদেশের' পরিবর্তে 'ময়মনসিংহ' নাম দিয়ে একে একটি 'জাতীয়' বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে 'আঞ্চলিক' বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হচ্ছে, এবং এ কারণেই তারা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। অযথা এই ক্ষোভ উসকে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া সরকার যদি অন্য কোনো শহরে নতুন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়ে থাকে; তাতেও এই 'বাংলাদেশ' নাম তো কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াতো না।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বদলানোর কোনো দরকার আছে মনে হয় না। এটি এমনকি কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা রাজনৈতিক নেতার নামেও করা হয়নি যে তার ব্যাপারে নতুন সরকারের কোনো আপত্তি থাকবে। বরং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ং ময়মনসিংহের জনগণ ভেবে নিয়েছেন যে 'বাংলাদেশের' পরিবর্তে 'ময়মনসিংহ' নাম দিয়ে একে একটি 'জাতীয়' বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে াঞ্চলিক' বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হচ্ছে, এবং এ কারণেই তারা ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

তবে একই সঙ্গে আমরা বলতে চাই যে, এ ব্যাপারে বাকৃবি ছাত্ররা যে উগ্র ও সহিংস প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে তাও সমর্থনযোগ্য নয়। ভাঙচুর, রেললাইন উপড়ে ফেলা ইত্যাদি কর্মকাণ্ড একান্তই বাড়াবাড়ি। এ প্রতিবাদ আরো সংযত ও নিয়মতান্ত্রিক হওয়া উচিত ছিল।

পাশাপাশি আমরা তীব্র নিন্দা করি পুলিশ যে ভূমিকা পালন করেছে তারও। যেভাবে পুলিশ লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও রাবার বুলেট ছুড়েছে তা বিক্ষোভ দমনের পরিবর্তে ছাত্রদের আরো সহিংস করে তুলতে প্ররোচিত করেছে। আমরা আজকাল নানা ক্ষেত্রে পুলিশের এই অপ্রয়োজনীয় উগ্র ভূমিকা দেখতে পাচ্ছি। সম্প্রতি ঢাকায় আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক মন্ত্রীদের মারধর, শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন স্বাগত জানাতে আসা নেতাকর্মীদের বাধাদান ইত্যাদি ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা জনগণের কাছে নিন্দিত হয়েছে। এসব অবশ্যই বন্ধ হওয়া দরকার।

আমরা চাই যে, জনগণের সকল প্রতিবাদের ভাষা নিয়মতান্ত্রিক হোক এবং পুলিশের ভূমিকা সংযত হোক। গণতান্ত্রিক সমাজে এসব বাড়াবাড়ি চলতে পারে না। এ জন্য সকল পক্ষকেই ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা দেখাতে হবে।